যুগান্তর

তারিখ 09 DEC 2005
পৃষ্ঠা - ৪ কলাম - ২

আসন্ন ভর্তিযুদ্ধ

প্রতি বৎসরের মতো রাজধানীতে ভর্তি মৌসুমকে সামনে রাখিয়া শুরু হইতে যাইতেছে ভর্তিযুদ্ধ। পরিস্থিতির কারণেই কোমলমতি শিশুরাও জড়াইয়া পড়িয়াছে স্কুলে ভর্তি নামক ভর্তিযুদ্ধে। ভর্তিচ্ছুদের পিতামাতার ঘুম হারাম হইয়া গিয়াছে। টেনশনের ব্যারোমিটার পৌঁছিয়াছে সর্বোচ্চ পর্যায়ে। তাহারা কঠিন পরিশ্রম করিতেছেন। দৌড়াইতেছেন কোচিং সেন্টারগুলিতে। ইহার পাশাপাশি কাঙ্ক্ষিত স্কুলের শিক্ষক, ম্যানেজিং কমিটির সদস্য, এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সহিত যোগাযোগ তো রাখিতেছেনই। রাজনৈতিক কানেকশন পর্যন্ত ব্যবহার করিতে দ্বিধা করিতেছেন না কোন কোন অভিভাবক। এই সকল ডেসপারেট কার্যকলাপের লক্ষ্যমাত্রা একটাই- যে কোনভাবে সন্তানকে মানসম্মত একটি স্কুলে ভর্তি করা। ২৪টি সরকারি স্কুল, তিন শতাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, চার শতাধিক মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং চার শতাধিক ইংরেজি মাধ্যম স্কুল ও কিন্ডারগার্টেনসহ রাজধানীতে সহস্রাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। এই সকল স্কুলে প্রতিবৎসর লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন জাগে, এত এত বিদ্যাপীঠ থাকিতে এই কঠিন ভর্তিযুদ্ধ কেন? কারণ অনুসন্ধানে জানা যায়, সহস্রাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকিলেও দক্ষ শিক্ষক, আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষার সুন্দর মনোরম পরিবেশসহ মানসম্মত স্কুলের নাম করিতে গেলে ৩০ হইতে ৩৫টির বেশি হইবে না। এই কারণেই ভর্তিচ্ছু ৯০ শতাংশ শিক্ষার্থী তাহাদের পছন্দের স্কুলে ভর্তি হইতে পারে না। বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী ভাল স্কুলগুলির সীমিতসংখ্যক আসন দখল করিবার জন্য প্রতিবৎসরই রীতিমতো ভর্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এই কঠিন যুদ্ধে জয়লাভ করে বড়জোর ১২ হইতে ১৫ সহস্র শিক্ষার্থী। মোটকথা এই ভর্তিযুদ্ধ হইতেছে কয়েকটি নামকরা স্কুলকে কেন্দ্র করিয়া। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনের একেবারে প্রথম ধাপেই ভর্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হয়। সঙ্গত কারণেই ইহা তাহাদের কোমল মনের জমিতে সৃষ্টি করে হতাশার ফাটল। কারণ অধিকাংশ শিক্ষার্থীই কঠোর পরিশ্রম করা সত্ত্বেও সাফল্য লাভ করিতে পারে না। তাহারা ব্যর্থ হয় কেবল উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভাল স্কুল না থাকিবার কারণে। ফি বৎসরই একই ঘটনা ঘটিতেছে। মাঝখান হইতে একশ্রেণীর কোচিং সেন্টার রমরমা ব্যবসা করিতেছে। মাত্র ৫ হইতে ৭ বৎসর বয়সী শিশুকে কোচিং সেন্টারে যাইতে হইতেছে। সাফল্য ও ব্যর্থতার রূঢ় বাস্তবতাকে এই কচি বয়সেই অনুধাবন করিতে হইতেছে তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া। এই সমস্যার শিকড় অনেক গভীরে বিস্তৃত। কিন্তু সমাধানে বাস্তবসম্মত উদ্যোগ লওয়া হইতেছে না। মানসম্মত স্কুলগুলির অনুসরণে রাজধানীর প্রতিটি পাড়া ও মহল্লায় যদি বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা করা যাইত তাহা হইলেই ভর্তি সমস্যার সমাধান হইত। এই বৎসরের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে রাজধানীর চিহ্নিত মানসম্মত স্কুলগুলির পাশাপাশি বেশ কয়েকটি স্কুলের রেজাল্ট খুব ভাল ছিল। ইহা যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক। এক্ষেত্রে অভিভাবকদেরও কিছু ভূমিকা থাকা উচিত। কিছু অভিভাবক আছেন যাহারা যে কোন মূল্যে সন্তানকে নির্দিষ্ট একটি স্কুলেই ভর্তি করাইতে চাহেন। ইহার কারণ যতটা না সামাজিক উহার চাইতে বেশি মনস্তাত্ত্বিক। অনেক অভিভাবক নামকরা স্কুলে সন্তান ভর্তি করাকে স্ট্যাটাস হিসাবে বিবেচনা করেন। এমনও উদাহরণ দুর্লভ নহে যে, সাধারণ স্কুলে ভর্তি হওয়া সত্ত্বেও কোন কোন শিক্ষার্থী সাফল্য লাভ করে। সব মিলাইয়াই পরিস্থিতি আজ এমন জটিল হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি করিতে হইবে তেমনি অভিভাবকদের মনমানসিকতায় পরিবর্তন আনিতে হইবে। শুধু ভাল স্কুলের পিছনে না ছুটিয়া মন্দ স্কুলকে কীভাবে ভাল করা যায় সেই ব্যাপারে শিক্ষক-অভিভাবক তথা সরকারকেও অধিক নজর দিতে হইবে।